গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd
৪/৩ আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, ঢাকা-১০০০

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর/২০২৬ মাসের মাসিক (অভ্যন্তরীণ) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ ফাহিমুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৭ অক্টোবর ২০২৬
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
২. সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
৩. সভায় কার্যপত্রানুসারে বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**অনুবিভাগের প্রাক-সমন্বয় সভা:** মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বে সকল অনুবিভাগের প্রাক-সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুবিভাগ ভিত্তিক সভায় অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তিকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে মর্মে অনুবিভাগ প্রধানগণ সভায় অবহিত করেন। মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোকে যথাযথভাবে এজেন্ডা প্রস্তুতের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিশেষ করে সচিব কমিটি, জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে যথাযথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	১. মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বে নিয়মিতভাবে অনুবিভাগভিত্তিক প্রাক-সমন্বয় ও অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সকল অনুবিভাগ থেকে সভার পূর্বে আলোচ্যসূচী প্রেরণ করতে হবে। ৩. সচিব কমিটি, জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে যথাযথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. অনুবিভাগ প্রধান (সকল) ২. যুগ্মসচিব (সকল) ৩. উপসচিব (সকল) ৪. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)
৩.২	**নথি ব্যবস্থাপনা:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে দাপ্তরিক পত্রের ৮০% ডি-নথিতে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পাদনের বিষয়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ সময়ে মন্ত্রণালয়ের ডি-নথি কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা সভায় উপস্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) সভায় বলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখাতেই ডি নথিতে কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি বলেন অনাবশ্যক হার্ড নথি পরিহার করে ডি নথিতে নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরবর্তী মাসে যেন ডি-নথি তে নিষ্পত্তির হার ৮০% এর অধিক অর্জিত হয় সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের ডি-নথি কার্যক্রমের গতি তরান্বিত করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	১. হার্ড ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথি ব্যতীত অন্যান্য সকল নথি আবশ্যিকভাবে ডি-নথি সিস্টেমে প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তী মাসে ডি-নথি তে গড় নিষ্পত্তির হার ৮০% এর অধিক নিশ্চিত করতে হবে। ২. ডি-নথি কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের ডি-নথি কার্যক্রমের গতি তরান্বিত করতে হবে।	১. যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি) ২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট ৩. শাখা কর্মকর্তা (সকল) ৪. ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল)

৩.৩	**শাখা পরিদর্শন:** সচিবালয় নির্দেশমালা-২০২৪ এ বর্ণিত প্রমাপ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি দুই মাসে ন্যূনতম একবার, অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি চার মাসে ন্যূনতম একবার এবং যুগ্মসচিব/অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অতিরিক্ত সচিব/সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত সময় অন্তর অন্তর শাখাগুলো পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১. সচিবালয় নির্দেশমালা- ২০২৪ এ বর্ণিত প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত শাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২. শাখাগুলো পরিদর্শন অনুযায়ী সংশোধনমূলক/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৩. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের প্রাক সমন্বয় সভাসহ মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করতে হবে। ৪. শাখা পরিদর্শনের বিষয়ে অধিশাখা ও অনুবিভাগ হতে প্রয়োজনীয় তদারকি করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (সকল) ২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ১ অধিশাখা) ৩. উপসচিব (সকল) ৪. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)
৩.৪	**ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ হালনাগাদকরণ :** বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট স্টেশন/স্থাপনাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) সভায় বলেন বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বিধায় ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ওয়েবসাইটে উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যুক্ত করার আপডেট সভায় জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। এ সময় ওয়েবসাইটে ইন্টারফেসসহ কনটেন্ট প্রস্তুত ও ইউটিউব চ্যানেলে রেলসেবা সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন: পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধ, চুরি প্রতিরোধ, রেলের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে AI এর সহায়তায় কনটেন্ট আপলোড করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	১. মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজটি নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তথ্যাদি তাৎক্ষণিক আপলোড করতে হবে। ২. বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য স্টেশন/স্থাপনাসমূহের ছবিসহ তথ্য ওয়েবসাইটে যুক্ত করার বিষয়ে তালিকাসহ বিস্তারিত আপডেট সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৩. AI ব্যবহার করে রেলসেবা সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন: পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধ, চুরি প্রতিরোধ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক ভিডিও ক্লিপ/ কনটেন্ট প্রস্তুত ও আপলোড করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজেন অভিজ্ঞদের সহায়তা নিতে হবে। ৪. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস কনটেন্ট প্রস্তুত করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রাক-সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১. যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ) ২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার ৩. সিনিয়র তথ্য অফিসার (জনসংযোগ কর্মকর্তা)
৩.৫	**ইন্টারকম, ইন্টারনেট/ওয়াইফাই সংযোগ:** সভায় ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিফোন কানেকশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সংযোগ স্থাপনকৃত সকল ইন্টারকম সংযোগ চেক করে সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য সকল অনুবিভাগ প্রধানদের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের বিটিসিএল প্রদত্ত ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি এবং ৯ম তলার ইন্টারনেট একসেস পয়েন্টের পুনর্বিন্যাসের নিমিত্তে বিটিসিএল হতে দাপ্তরিক প্রাক্কলন দাখিল করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	১. WiFi, ইন্টারকম সংযোগ ও টেলিফোন সংযোগের কাজ যাচাই করে দ্রুত শেষ করতে হবে। ২. অনুবিভাগের সংযোগ স্থাপনকৃত সকল ইন্টারকম/টেলিফোন সংযোগ চেক করে অনুবিভাগ প্রধান সঠিকতা নিশ্চিত করবেন। ৩. মন্ত্রণালয়ের বিটিসিএল প্রদত্ত ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি এবং ৯ম তলার ইন্টারনেট একসেস পয়েন্টের পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. অনুবিভাগ প্রধান (সকল) ২. যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ) ৩. উপসচিব (প্রশাসন ৪)
৩.৬	**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সেপ্টেম্বর মাসে অনলাইনে আয়কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তিনদিনব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা নবায়ন প্রশিক্ষণ (সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ) আয়োজনের কার্যক্রম তরান্বিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. সরকারি কর্মচারীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। ২. প্রশিক্ষণ আয়োজন যেন ফলপ্রসূ হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকতে হবে। ৩. প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরপিএটিসি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা নবায়ন প্রশিক্ষণের স্থান নির্ধারণসহ দ্রুত সময়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) ২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)

৩.৭	**অডিট আপত্তি:** সভায় নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। যুগ্মসচিব অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ এ সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। SFI এর আপত্তির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। ২. সাধারণ আপত্তি ও অগ্রিম আপত্তির তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ৩. SFI এর আপত্তির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন বৃদ্ধি করতে হবে।	১. যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ) ২. যুগ্মসচিব (অডিট অধিশাখা) ৩. উপসচিব (অডিট-১/অডিট-২)
৩.৮	**বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা:** সভায় রেলভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা ও জমি সরকারের দখলে রাখার বিধিসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) বলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কেস নথি প্রস্তুত ও মেইনটেইন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের পরিধি সম্পর্কে সঠিকভাবে তাদের জানানোর পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন বৃদ্ধি করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে পরবর্তী সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয় উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১. রেলভূমি অবৈধ দখলমুক্তকরণে নিয়মিত উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ, উচ্ছেদকৃত জমি সরকারের দখলে রাখা এবং গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২. বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি পরিকল্পিত উপায়ে লিজ প্রদান এবং যথাযথভাবে কেস নথি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। ৩. ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্ব স্ব কাজের পরিধি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিতকরণ করতে হবে। ৪. যথাযথভাবে REMS বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে পরবর্তী সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয় এজেন্ডাভুক্ত রাখতে হবে।	১. মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ) ৩. উপসচিব (ভূমি অধিশাখা)
৩.৯	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় টিমের সকল সদস্যদের যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে Rationality বজায় রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের শহরতলী প্লাটফর্মের বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে হতে ছেড়ে যাওয়া বিলম্বিত ট্রেনের বিলম্বের কারণ পিএ সিস্টেমে ও ডিজিটাল স্ক্রিনে যাত্রীদের জানানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১. মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চলে অফিস আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন এবং প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. পরিচালিত মোবাইল কোর্টের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৩. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় টিমের সকল সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৪. ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের শহরতলী প্লাটফর্মে ভিতরে বহিরাগত এবং ভাসমান লোক, মাদক সেবনকারীদের জিআরপি ও আরএনবির সমন্বয়ে প্রতিহত করতে হবে। ৫. বিলম্বিত ট্রেনের বিলম্বের বিষয়টি সম্ভাব্য ছেড়ে যাবার সময়সহ পিএ সিস্টেমে ও ডিজিটাল স্ক্রিনে যাত্রীদের জানাতে হবে।	১.অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) ২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) ৩. সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৬)
৩.১০	**সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা (GPMS):** সভায় সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা (সেকশন -২) অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণক সংরক্ষণ বা ডকুমেন্টেশনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জিপিএমএস এর ১ম কোয়ার্টাররের অগ্রগতি সফটওয়ারে আপডেট সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করা হয়।	১. মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সেকশন-২ তে উল্লিখিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ২. সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রমাণক যথাযথভাবে সংরক্ষণ বা ডকুমেন্টেশন করতে হবে। ৩. সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (সকল) ৩. উপসচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)

৩.১১	**পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম:** পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন স্কুলসমূহের ম্যানেজমেন্ট কমিটি শক্তিশালীকরণ, অবকাঠোমোগত উন্নয়ন ও জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২. বাংলাদেশ রেলওয়ের স্কুলসমূহের ম্যানেজমেন্ট কমিটি শক্তিশালীকরণ, অবকাঠোমোগত উন্নয়ন ও জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কমিটি বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন স্কুলসমূহ পরিদর্শন করে ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠনের রূপরেখা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবেন।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) ৩. উপসচিব (পরিকল্পনা ২ শাখা) ৪. সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৬)
৩.১২	**নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা জোরদারকরণ:** সভায় অফিসের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা জোরদারকরণে গঠিত কমিটির গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন, অফিসের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখতে সকলকে আন্তরিক থাকতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ভিজিল্যান্স টিম/কমিটি কর্তৃক মনিটরিং বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারি নির্দেশনার আলোকে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে সাশ্রয় করা এবং প্রাকৃতিক আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষে আকস্মিক পরিদর্শন করে বিদ্যুৎ ও এসি অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে কীনা তা তদারকী করা হচ্ছে উল্লেখ এ বিষয়ে সকলকে যত্নবান থাকতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ সময়ে সভায় অফিসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাভিসিং এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	১. নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা জোরদারকল্পে নিয়মিত কমিটির সভা আয়োজনসহ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২. অফিসের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখতে সকলকে আন্তরিক ও সচেষ্ট থাকতে হবে। ৩. মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষ/সম্মেলনকক্ষ সহ সর্বত্র দিনের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৪. সকল স্টাফদের সকাল ০৯:০০-৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত সকলকে নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। ৫. অফিসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের নিয়মিত সার্ভিসিং করতে হবে। ৬. রেলভবনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর ও উন্নত করার বিষয়টি এই কমিটি দেখভাল করবে এবং প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা) ৩. উপসচিব (প্রশাসন-৪)
৩.১৩	**আইন/নীতিমালা/বিধিমালা (খসড়া) প্রণয়ন :** বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন ২০২৫, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২০, বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও ননগেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০২৪, বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪ ও বিসিএস (রেলওয়ে: প্রকৌশল) ও বিসিএস রেলওয়ে (পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ক্যাডারের "The BCS Composition and Cadre Rules, 1980" এর তফসিল সংশোধনসহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ) ও উপসচিব (প্রশাসন-৫) শাখা সভায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা সভায় তুলে ধরেন।	১. আইন, নীতিমালা এবং বিধিমালা প্রণয়ন অগ্রগতি নিয়ে অনুবিভাগের সভায় আলোচনা করে আয়োজন করে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। ২. আইন, নীতিমালা এবং বিধিমালা প্রণয়নের অগ্রগতি এবং করণীয় বিষয়ে অনুবিভাগভিত্তিক সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনাপূর্বক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৩. নিয়োগ বিধিমালার কার্যক্রম নিয়ে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে পৃথকভাবে সভা আয়োজন করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) ২. যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ) ৩. উপসচিব (আইন ১/২ অধিশাখা) ৪. উপসচিব (প্রশাসন-৫ শাখা)

৩.১৪	**সোলার প্যানেল স্থাপন:** সভাপতি বলেন টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ে জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে সোলার প্যানেল স্থাপনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৮টি স্টেশনে সোলার প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল স্থাপনা সোলার প্যানেলের আওতায় আনা যেতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে উল্লেখ করে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় বলেন যে সকল ভবনে সোলার স্থাপন করা যাবে না, সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে কারণ উল্লেখ করতে হবে। নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০২৫ অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখের মধ্যে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে Service Providerগণের বিশেষ প্রণোদনা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	১. বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৮টি স্টেশনসহ অন্যান্য স্থাপনায় **opex model** এর মাধ্যমে রুফটপ সোলার প্যানেল বসানোর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে নির্ধারিত **STD** ব্যবহার করে **Service Provider** নির্বাচন করতে হবে। ২. যে সকল ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ হবে বা ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যাচ্ছে না সে সকল স্থাপনার তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। ৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন যে সকল ভবন সোলার প্যানেল বসানোর জন্য উপযুক্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার তালিকা প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে। ৪. বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রণীত STD অনুসরণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে Service Provider নির্বাচন করতে হবে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখের মধ্যে Commercial Operation Date (COD) ঘোষণা করতে হবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২.অতিরিক্ত সচিব (সকল) ৩. যুগ্মসচিব (সকল) ৪. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)
৩.১৫	**বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন:** যুগ্মসচিব প্রশাসন ১ অধিশাখা বলেন সরকারের ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ০৫ বছরে ২৫ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত ৬২৭৬৯টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০২৬ অনুসারে গত ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বন অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত কোনো বাজেট না থাকায় সংশ্লিষ্ট সেকশনের বিভাগীয় প্রকৌশলীদের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তিনি বলেন পরিচর্যার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের কোনো জনবল না থাকায় এবং নিজস্ব নার্সারি না থাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অগ্রগতি ৩৯.২৩%। আগামী মে -আগস্ট ২০২৭ সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মকৌশল নির্ধারণ, বৃক্ষরোপণ গাইডলাইন প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা সংশোধনের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	১. প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। ২. আগামী মে -আগস্ট ২০২৭ সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। ৩. আগামী মে -আগস্ট ২০২৭ সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মকৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ গাইডলাইন ২০২৬ প্রণয়ন করতে হবে। ৪. কর্মপরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫. ব্র্যাক এর সাথে যৌথভাবে বা ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে সামাজিক বনায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২.অতিরিক্ত সচিব (সকল) ৩. যুগ্মসচিব (সকল) ৪. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)

৩.১৬	**বিবিধ :** **১. স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ:** বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার নিমিত্তে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। **২. নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা :** সরকারি স্বার্থ রক্ষায় সরকারি গোপন আইন ১৯২৩ ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে কোনো ব্যত্যয় দেখা দিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করে সকলকে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। **৩. সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পৃথক সভা আয়োজিত হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি, ডি নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শূন্যপদ পূরণ, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ, জেলাপ্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে কমিটি গঠনসহ আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১. বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও এবং ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ২. সরকারি স্বার্থ রক্ষায় অফিসের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে কোনো ব্যত্যয় দেখা দিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. সচিব সভায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে কমিটি গঠনসহ আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল অনুবিভাগ প্রধান এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২.অতিরিক্ত সচিব (সকল) ৩. যুগ্মসচিব (সকল) ৪. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)

৪। পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৯-১১-২০২৬
মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
সচিব
ইমেইল : secretary@mor.gov.bd

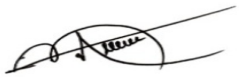
তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ / ০৯ নভেম্বর ২০২৬

নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.০০৮.০৬.০০৩৪.১৮.৫১২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল);সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১০। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১১। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/ সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।





১০-১১-২০২৬
ফাতেমা-তুজ-জোহরা
সিনিয়র সহকারী সচিব